দৈনিক সংবাদ

APR 10 2002

বেগম রোকেয়া ও শামসুন্নাহার মাহমুদ স্মারক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন স্মারক গ্রন্থ' ও 'বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ স্মারক গ্রন্থ' সম্পাদনা করে অধ্যাপক সেলিনা বাহার জামান দুই মহীয়সী নারীর প্রকৃত উত্তরসূরির ভূমিকা পালন করেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত গ্রন্থ দুটির প্রকাশনা উৎসবে আলোচকরা এ মন্তব্য করেন।

ড. আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক হোসনা বানু খানম। আলোচনায় অংশ নেন মোরশেদ শফিউল হাসান, ইকবাল বাহার চৌধুরী, শামসুজ্জামান খান ও আয়শা খানম।

শামসুজ্জামান খান তার আলোচনায় বলেন, আজ পর্যন্ত আমরা কবি নজরুল, রোকেয়া, শামসুন্নাহার খানমের কোন প্রামাণিক, তথ্যনির্ভর, সুচিন্তিত জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করতে পারিনি। সেদিক থেকে সেলিনা বাহার জামান ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে একের পর এক গ্রন্থ প্রকাশ করে যাচ্ছেন। তার কাজ দেখে মনে আশা জাগে, আমরা বোধহয় শেষ পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে যাবো না।

আয়শা খানম তার আলোচনায় বলেন, একদিন বেগম রোকেয়া ও শামসুন নাহার মাহমুদ তাদের আজীবনের সাধনা দিয়ে সমাজের পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের জীবন ভাবনাই আমাদের উপহার দিয়েছে সেলিনা বাহার জামানের মতো মানুষদের।

সেলিনা বাহার জামানের কাজও আগামী প্রজন্মের মানসভূমি তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আয়শা খানম মন্তব্য করেন। মোরশেদ শফিউল হাসান বলেন, বেগম রোকেয়া কেবল নারী হিসেবে লেখেননি, তার রচনা ছিল সমাজ মুক্তির জন্য।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, স্মারকগ্রন্থ দু'টি বেগম রোকেয়া ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের জীবন ও কৃতীর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেবে। রোকেয়া স্মারকগ্রন্থে তাকে নানা দৃষ্টি থেকে দেখা হয়েছে এবং শামসুন্নাহার মাহমুদ যে ব্রিটিশ-ভারতে নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, এরকম অনেক অজানা তথ্য তার স্মারক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।